যুগান্তর

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা —যুগান্তর

সাক্ষ্য দিয়েছে ৬ ছাত্রী ও পুলিশের এক এসআই

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনা তদন্তে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের কাছে গতকাল ৬ ছাত্রী ও এক পুলিশ সাক্ষ্য দিয়েছে। ছাত্রীদের অভিযোগ, মহিলা পুলিশের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক পুরুষ পুলিশ হলের অভ্যন্তরে ছাত্রীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। অন্যদিকে এসি (ট্রেনিং) বাশার

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

সাক্ষ্য : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ২

সাক্ষ্য : দিয়েছে ৬ ছাত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তালুকদার কমিশনকে বলেছেন, ঘটনার রাতে কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যতীত কোন পুরুষ পুলিশ হলের ভেতরে প্রবেশ করেনি। মহিলা পুলিশরাই বিক্ষুব্ধ ছাত্রীদের সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। এর পরপরই ঘটনার রাতে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আবদুর রহিম, এসি ট্রেনিং বাশার তালুকদার, রমনা থানার এসি মোর্শেদুল হাসান, এসআই রোকেয়া বেগম এবং সাবেক ওসি লুৎফর রহমান কমিশনের সামনে হাজির হন। ট্রেনিংয়ে থাকার কারণে বাশার তালুকদারের সাক্ষ্য গতকালই গ্রহণ করা হয়। ছাত্রীদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে বলে জানানো হয়।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে আসেন ছাত্রদলের সেই বহিষ্কৃত নেত্রী লুসি ও শান্ত এবং কর্মী বিথিকা। তারা সাক্ষ্য প্রদানে ইচ্ছুকদের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করেন। তারা ওই রাতে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কিছুক্ষণ আলাপ করেন। তদন্ত কমিশন টেলিফোনে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় জেনে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলে। [illegible] ৩৮১.৯২১১.৫, ০১৮-২১১৫৯৩, ০১৯-৩৪৭২৬৩, ০১৭-[illegible] Tower (7th Floor), Gulsh[illegible]

আর মিথ্যা মামলা সাজাচ্ছিলেন। এ সময় টিভি রুমে অবস্থান করে তিনি বাইরে মেয়েদের আর্তনাদ শোনেন ও দৌড়াতে দেখেন। তার ভাষায়, ভয়ার্ত ও পলায়নপর মেয়েদের পেছন পেছন শ্বাপদের মতো হিংস্রভাবে মহিলা ও পুরুষ পুলিশ একেকবার ধাওয়া করে দু'চারজনকে ধরে ছাত্রীদের টেনেহিঁচড়ে এবং লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে বাইরে নিয়ে যায়। ধাওয়া খেয়ে আমি বর্ধিত ভবনে যাই। ছাত্রীরা কলাপসিবল গেট আটকে দেয়। বাইরে পুলিশের অসংখ্য বুটের আওয়াজ। এক সময় গেট খুলে তারা ভবনের ভেতরেও চলে আসে। ৪টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত বাইরে বের হইনি। ছাত্রীদের কান্না ও চিৎকার শুনেছি। সকালে শুনেছি অনেককে ধরে নিয়ে গেছে। কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখলাম লুসি ও লিলির নির্দেশ মতো তখনও মেয়েদের ধরা হচ্ছে। বুঝলাম হল চলছে লুসির নির্দেশে। তখন কয়েকজন হাউজ টিউটরকে নিয়ে লুসি বীরদর্পে হলে প্রবেশ করছে। ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ ছাত্রী আমরা হল ছেড়ে চলে এলাম। রয়ে গেল কিছু বহিরাগত অছাত্রী।

অন্যান্য ছাত্রীর লিখিত ও মৌখিক ভাষ্যে একইভাবে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তা বাশার তালুকদার বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃপক্ষের আহ্বানে পুলিশ হলে যায়। পুরুষ পুলিশের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। যারা ছিল হলের বাইরে। আর মহিলা পুলিশ ছিল ৪১ জন। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হলের ভেতরে যায় এবং দু'চারজন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তা হলের ভেতরে গিয়েছিলেন। তবে তারা কোন অ্যাকশনে যাননি।

বেরিয়ে আসছে নানা তথ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণে নানাবিধ তথ্য বেরিয়ে আসছে। এ অবস্থায় দ্রুত সত্য উদ্ঘাটনে আরও তথ্য-প্রমাণাদি খুঁজছে কমিশন। এক্ষেত্রে ঘটনার রাতে সাধারণ ছাত্রীরা যে ছবি তুলেছে বা ভিডিও চিত্র ধারণ করেছে বলে শোনা যাচ্ছে সেসব ছবি বা ভিডিও চিত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

এছাড়া নির্যাতিত ছাত্রীরা তাদের সাক্ষ্যে কমিশনকে জানিয়েছে, ঘটনার রাতে দায়েরকৃত মামলার বাদী জান্নাতুল কানন ছাত্রদল নেত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চাপের মুখে মামলা করতে বাধ্য হয়েছিল। ওই রাতেই কক্ষ থেকে সাধারণ ছাত্রীরা চিৎকার করে বলছিল আমি উপায়হীন হয়ে অবিচার করছি। কিন্তু হল প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফিসহ ২৮ জন ছাত্রীর নাম উল্লেখ করে এবং ৪০ জনকে আসামি করে দায়েরকৃত মামলার বাদী হলের ছাত্রী জান্নাতুল কানন পরদিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে তিনি আসেননি। নির্যাতিত ও অন্য ছাত্রীরা তাকে খুঁজছেন। কিন্তু রহস্যজনক কারণে তাকে সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে ছাত্রীরা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ধারণা ঘটনার রাতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী, শিক্ষক, পুলিশ কর্মকর্তা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বাবহৃত মোবাইল ফোনের কল মনিটরিং করলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

dhakacom
Your Friendliest ISP...
Fee
ation Fee
No Expiry !
Dynamic Customer Support
Buy 2
Get 1
Signup
Get 10%
Satisfy
Please